ওয়ার্ড প্রসেসিং

ভূমিকা

বর্তমানে লেখা-লেখির জগতে এবং মুদ্রণ শিল্পে কম্পিউটার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।বলা যেতে পারে কম্পিউটার ছাড়া মুদ্রণের কাজের কথা এখন ভাবাই যায় না।কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং করে বই, পত্র-পত্রিকা, ও প্রকাশনার যাবতীয় কাজ করা হয়। ওয়ার্ড এবং প্রসেসিং এই শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে শব্দ এবং প্রক্রিয়াকরণ। এক কথায় ওয়ার্ড প্রসেসিংকে বলা যায় শব্দের প্রক্রিয়াকরণ। যেকোন ভাষার বর্ণমালা ব্যবহার করে শব্দ তৈরী করা এবং সে সব শব্দাবলী মনের মত করে সাজিয়ে নেয়াই হচ্ছে শব্দ প্রক্রিয়াকরণ বা ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের আসল কাজ। বর্তমান ইউনিটে ওয়ার্ড প্রসেসিং ও তার ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই ইউনিট শেষে আপনি-

- ওয়ার্ড প্রসেসিং সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- কম্পিউটারে লেখালেখি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- কী-বোর্ড এবং এর বিভিন্ন কী সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা এবং এডিট করা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ফাইল সংরক্ষণ এবং লেখার প্রক্রিয়া জানতে পারবেন;
- কম্পিউটারের লেখাকে বিভিন্নভাবে সাজানোর প্রক্রিয়া জানতে পারবেন;
- বাংলায় ওয়ার্ড প্রসেসিং সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ ১ প্রাথমিক আলোচনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ওয়ার্ড প্রসেসিং সম্পর্কে লিখতে পারবেন,
- কম্পিউটারে লেখালেখি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন,
- লেখালেখিতে কম্পিউটারের সুবিধা লিখতে পারবেন,
- কী-বোর্ড-এর বিভিন্ন কী এবং এর ব্যবহার লিখতে পারবেন।

মানুষ স্বভাবতই কৌতূহল প্রিয় এবং সৃষ্টিশীল। সে নিজেকে জানতে চায় এবং চারপাশের অন্যদের সম্পর্কে বা অন্যকিছু সম্পর্কে অবহিত হতে চায়। মানুষ তথ্য সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করে। আর এ চেষ্টার সফলতা অর্জন করেছে লেখালেখিতে। সভ্যতার শুরুতে লেখালেখির জন্য মানুষ পাখির পালক, বাঁশের কঞ্চি, গাছের-ফুলের রং ইত্যাদি ব্যবহার করতো। এরপর কাগজ-কলম আমাদের সভ্যতার সবচেয়ে বড় বাহন হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে মানুষ তার লেখার কাজে যন্ত্রের ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। টাইপরাইটার এই যুগেরই এক বিপ্লবী উদ্ভাবন। টাইপরাইটারের অক্ষরের মান আমাদের হাতের লেখার চেয়ে সুন্দর এবং সহজপাঠ্য। টাইপরাইটের সংস্করণ হয়ে তড়িৎ চালিত টাইপরাইটারের উদ্ভাবন হয়। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে এসব যন্ত্রেরও উন্নতি সাধিত হয়।তড়িৎ চালিত টাইপরাইটারে আবার স্মৃতি শক্তি যোগ হতে থাকে। একটির বদলে একাধিক ফন্ট ব্যবহারের সুবিধা আসতে থাকে। এক সময় টাইপরাইটারের বদলে স্মৃতি ও একাধিক ফন্ট ব্যবহারের সুবিধা নিয়ে আরো একটি যন্ত্র তৈরী হয়, যার নাম ওয়ার্ড প্রসেসর। ওয়ার্ড প্রসেসর যন্ত্র দিয়ে মানুষ প্রায় মুদ্রণ মানের কাজ কর্ম করতে পারতো। কালক্রমে যন্ত্রে আরো উন্নতি সাধিত হয়ে আসে কম্পিউটার। মানুষ কম্পিউটার যন্ত্রটি দিয়ে লেখালেখির কাজ বা ওয়ার্ড প্রসেসিং কিভাবে করা যায় তার কথা ভাবতে থাকে। ধীরে ধীরে কম্পিউটার সাধারণ মানুষের ব্যবহার করার যন্ত্রে পরিণত হতে শুরু করে। পার্সোনাল কম্পিউটারে লেখালেখির কাজের জন্য অনেক অগ্রসর সফটওয়্যার তৈরী হতে থাকে। এখন কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং করে বই, পত্র-পত্রিকা, ও প্রকাশনার যাবতীয় কাজ করা হয়। বলা যেতে পারে কম্পিউটার ছাড়া মুদ্রণের কাজের কথা এখন ভাবাই যায় না। ওয়ার্ড এবং প্রসেসিং এই শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে শব্দ এবং প্রক্রিয়াকরণ। এক কথায় ওয়ার্ড প্রসেসিংকে বলা যায় শব্দের প্রক্রিয়াকরণ। যেকোন ভাষার বর্ণমালা ব্যবহার করে শব্দ তৈরী করা এবং সে সব শব্দাবলী মনের মত করে সাজিয়ে নেয়াই হচ্ছে শব্দ প্রক্রিয়াকরণ বা ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের আসল কাজ।

ওয়ার্ড এবং প্রসেসিং এই শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে শব্দ এবং প্রক্রিয়াকরণ। এক কথায় ওয়ার্ড প্রসেসিংকে বলা যায় শব্দের প্রক্রিয়াকরণ। যেকোন ভাষার বর্ণমালা ব্যবহার করে শব্দ তৈরী করা এবং সে সব শব্দাবলী মনের মত করে সাজিয়ে নেয়াই হচ্ছে শব্দ প্রক্রিয়াকরণ বা ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের আসল কাজ।

কম্পিউটার আবিষ্কারের প্রথম দিকে এর মাধ্যমে শব্দ প্রক্রিয়াকরণের কাজ হতোনা বললেই চলে। তখন কম্পিউটারের সাহায্যে সংখ্যার ব্যবহারের মাধ্যমে গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বিশেষজ্ঞরা এবং বিভিন্ন গবেষকগণ খুব বড় বড় এবং জটিল হিসাব নিকাশের কাজ করতো। তখন সংখ্যাগুলোর মাঝে বিভিন্ন সম্পর্ক ও সূত্রের প্রয়োগের জন্য কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার হতো। এরপর যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কম্পিউটারের আকার, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন সাধিত হয় এবং কম্পিউটার সাধারণ মানুষের ব্যবহার উপযোগী হয়ে উঠে। এই ব্যবহারকারীরা নানা কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করে এবং এদের প্রয়োজনেই কম্পিউটারের সাহায্যে লেখালেখির কাজ করা এখন একেবারে সহজ হয়ে গেছে।

১৯৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসরের আবিষ্কার কম্পিউটার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক নতন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দেয়। ঐ মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরী হয় মাইক্রো কম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটার। তিনটি ধাপে পার্সোনাল কম্পিউটারের বিবর্তন ঘটে। এক- এ্যাপল কোম্পানি ১৯৭৬ সালে প্রথম পার্সোনাল কম্পিউটার বাজারজাত করে, দুই- ১৯৮১ সালে আই বি এম পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরী করে এবং তিন- ১৯৮৪ সালে এ্যাপল কোম্পানি মেকিনটোশ নামে নতুন পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরী করতে শুরু করে। এ মেকিনটোশ কম্পিউটারেই প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রায় মুদ্রণ মানের

লেখালেখির কাজের জন্য পূর্ণাঙ্গ সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৮৪ সালে মেকিনটোশ কম্পিউটারে যে সুযোগ আসে তা সন্দেহাতীতভাবেই উন্নত মানের। অনেকেই মেকিনটোশ কম্পিউটারের এ যুগটিকে ডিটিপি'র যুগ বা ডেস্কটপ প্রকাশনার যুগ বলে থাকেন।

মেকিনটোশ কম্পিউটার প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রণ মানের লেখালেখির কাজের জন্য পুর্ণাঙ্গ সুযোগ সৃষ্টি করে।

এখন পার্সোনাল কম্পিউটারে লেখালেখির কাজ বেশী হয়ে থাকে। প্রায় সত্তরভাগ পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহার হয় লেখালেখির কাজে। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র হিসাব-নিকাশ বা তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজের জন্য পার্সোনাল কম্পিউটারের ক্রেতার সংখ্যা কম।

বিভিন্ন ভাষায় লেখালেখি

এ্যাপল কোম্পানির মেকিনটোশ কম্পিউটার তৈরীর আগে লেখালেখির কাজের জন্য কম্পিউটারে শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষাই ব্যবহার করা হত। মেকিনটোশ কম্পিউটার এই সীমাবদ্ধতার দেয়াল ভেঙ্গে দেয়। পৃথিবীর সব ভাষাই কম্পিউটারে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ১৯৮৭ সালে মোস্তফা জব্বার প্রথম কম্পিউটারে বাংলায় কম্পোজ করে তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা আনন্দপত্র প্রকাশ করেন।

লেখালেখি শুরু করা মানেই কম্পিউটারের তথ্য প্রবেশ করানো। কম্পিউটারে তথ্য প্রবেশের কাজে কী-বোর্ডের বোতামগুলো ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারে লেখালেখির পরেও ফাঁক বৃদ্ধি বা নতুন শব্দ ঢুকানো বা লাইন ঢুকানো ইত্যাদি কাজগুলো করা যায়। কিন্তু টাইপ রাইটারে কোন কিছু একবার টাইপের পর তা ভুল হলে শুদ্ধ করা যায় না।

কম্পিউটারে লেখালেখির পর সম্পাদনার কাজ করতে হয়। কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি করার পর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো টাইপের সময় কোন ভুল থাকলে তা শুদ্ধ করা। কাজেই, মূল বিষয়টি টাইপ করার কাজ শেষ হওয়ার পর বানান সংশোধনের কাজ করতে হয়। বানান সংশোধনের কাজকে বলা হয় প্রুফ দেখা। সম্পাদনার দ্বিতীয় পর্যায়ে সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জনের কাজ করতে হয়। শব্দ বাদ অথবা বাক্য অপূর্ণ থাকলে নতুন করে শব্দ বা বাক্য সংযোজন করতে হয়।

কী-বোর্ড এবং এর বিভিন্ন কী-এর ব্যবহার

কম্পিউটারে লেখালেখি হতে শুরু করে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে হয় টাইপরাইটারের মতই কী-বোর্ড ব্যবহার করে। কম্পিউটারের সঙ্গে কী-বোর্ডের সংযোগ দেয়া থাকে। কী-বোর্ডের বোতামে চাপ দিলে বিভিন্ন অক্ষর কম্পিউটারের মনিটরের স্ক্রীনে উঠে। টাইপরাইটার এবং কম্পিউটারের কী-বোর্ডের মূল ইংরেজী বর্ণের বোতামগুলো একই থাকে। কী বোর্ডে ইংরেজী বর্ণের বোতামগুলোতেই বাংলা বর্ণ থাকে। ইংরেজী কোন বর্ণের বোতামে বাংলা কোন বর্ণ আছে তা ব্যবহৃত বিভিন্ন বাংলা সফট্ওয়্যার অনুসারে চিনে নিতে হয় এবং অনুশীলনের মাধ্যমে টাইপের গতি বাড়ানোর কাজটি করতে হয়। কম্পিউটার কী-বোর্ডে ইংরেজী ও বাংলা অক্ষরগুলো পাশাপাশি মুদ্রিত অবস্থায়ও আজকাল বাজারে পাওয়া যায়।

নিম্নে একটি কম্পিউটারের কী-বোর্ডের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দেয়া হল।

চিত্র ৫.১.১ : কম্পিউটারের কী-বোর্ড

কী-বোর্ডের একেবারে বাম কোনায় উপরের দিকে এসকেপ (Esc) বোতাম থাকে। এই বোতামটির মাধ্যমে প্রধানত কম্পিউটারে দেয় কোন নির্দেশ বাতিল করা হয় অর্থাৎ কোন নির্দেশ বাতিল করার জন্য এই বোতাম ব্যবহৃত হয়। এর নিচে থাকে ট্যাব (Tab) বোতামাটি। এটি টাইপরাইটারের ট্যাব বোতামের মতই কাজ করে। সাধারণত ওয়ার্ড প্রসেসিং

সফট্ওয়্যারে এই বোতামটি চাপলে কার্সর আধা ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় সরে যায়। তবে এই সেটিং ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়। এর নিচে রয়েছে ক্যাপস লক (Caps Lock) বোতাম যা একটি সাধারণ টাইপ রাইটারেও থাকে। এই বোতামটি অন অবস্থায় থাকলে ইংরেজী সব অক্ষর বড় হাতের এবং অফ্ অবস্থায় থাকলে ছোট হাতের হবে। এরপর আছে শিফ্ট (Shift) বোতাম। অবশ্য এই বোতামটি কী-বোর্ডের দুইটি অবস্থানে থাকে। ক্যাপস লক বোতাম অফ্ অবস্থায় শিফট্ বোতাম চেপে ধরে টাইপ করতে থাকলে ইংরেজী অক্ষরগুলো বড় হাতের হবে এবং ক্যাপস লক বোতাম অন অবস্থায় শিফট্ বোতাম চেপে ধরে টাইপ করতে থাকলে ইংরেজী অক্ষরগুলো ছোট হাতের হবে। এছাড়াও কী-বোর্ডে কন্ট্রোল (Ctrl) এবং অল্টার (Alt) নামে দুইটি বোতাম থাকে যার সাহায্যে বিভিন্ন রকমের কমান্ড প্রয়োগ করা যায়। এই বোতাম দুইটিও কী-বোর্ডের দুইটি অবস্থানে থাকে। কী-বোর্ডে একটা বড় বোতাম থাকে, যার নাম স্পেসবার (Space bar)। স্পেসবার বোতামটি চাপলে দুইটি শব্দের মধ্যে এক অক্ষর জায়গা ফাঁকা রাখে। কী-বোর্ডের রিটার্ন বা এন্টার (Enter) বোতাম বস্তুত একই কাজ করে। সাধারণত টাইপ করার সময় এই বোতামটি চাপলে প্যারা বা অনুচ্ছেদ তৈরি হয়। কিন্তু কোন কমান্ড দেওয়ার পর এই বোতামটি চাপলে তখন এটা সেই কমান্ডের সম্মতিসূচক কাজ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে কী-বোর্ড এবং টাইপ রাইটারে ইংরেজী বর্ণের বোতামের সেটিং একই। এছাড়াও কম্পিউটারের কী-বোর্ডে অনেকগুলো বাড়তি বোতাম থাকে। এই বাড়তি বোতামগুলো ব্যবহার করে কম্পিউটারকে বিভিন্ন রকম নির্দেশ দিতে হয়। মেকিনটোশ কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এগুলোকে বলা হয় কমান্ড কী। আইবিএম পার্সোনাল কম্পিউটারের কী-বোর্ডে উপরের দিকে এক সারিতে ১২টি বোতাম থাকে (F1, F2.....F12)। এগুলোকে বলা হয় ফাংশন - কী। এই বোতামগুলো কোন্টির ফাংশন কি হবে তা নির্ভর করে ব্যবহৃত সফট্ওয়্যারের উপর। আই বি এম কম্পিউটারে এক সময়ে শুধু ডস অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করা হত। তখন ডস অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করার সময় সব ধরনের কমান্ড দেওয়ার জন্য ফাংশন কী বা বোতামগুলো ব্যবহার করা হত। তবে বর্তমানে মাউস ব্যবহার করে ডস অপারেটিং সিস্টেমে বিভিন্ন প্রকার কাজ করা যায়। এছাড়াও কী-বোর্ডে প্রিন্ট স্ক্রিন (Print Screen), স্ক্রল লক (Scroll Lock) এবং পজ (Pause) নামে আরও তিনটি ফাংশন কী রয়েছে।

কম্পিউটারের কী-বোর্ডে চারটি আরো কী থাকে। এই কীগুলোর সাহায্যে কারসরকে ডানে, বামে, উপরে, নীচে নেয়া যায়। অ্যারো কী গুলোর এর উপরে ছয়টি কমান্ড বোতাম আছে। সেগুলো হলে পেজ আপ (Pg Up), পেজ ডাউন (Pg Dn), হোম (Home), এন্ড (End), ডিলিট (Delet) এবং ইনসার্ট (Insert)। এই কী গুলোর সাহায্যে বিভিন্ন কমান্ড প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া কম্পিউটারের কী-বোর্ডে রয়েছে একটি নিউম্যারিক কী প্যাড। এই নিউম্যারিক কী প্যাডের সাহায্যে সংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ করা যায়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন যন্ত্রটির একটি কী-বোর্ড আছে?
   ক. ক্যালকুলেটর খ. কম্পিউটার
   গ. টাইপরাইটার ঘ. টেলিফোন

২. কত সালে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কৃত হয়?
   ক. ১৯৭১ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
   গ. ১৯৭৫ সালে ঘ. ১৯৭৮ সালে

৩. কোন কোম্পানি প্রথম পার্সোনাল কম্পিউটার বাজারজাত করে?
   ক. এ্যাপল খ. আইবিএম
   গ. মেকিনটোশ ঘ. মাউসের কোম্পানি

৪. মেকিনটোশ কম্পিউটার তৈরীর যুগটিকে বলে?
   ক. এ্যাপল সিরিজের খ. ডিপি'র
   গ. ডিটিপি'র ঘ. মেকিনটোশের

পাঠ ২ ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ ও এডিটিং

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কিভাবে ডকুমেন্ট প্রস্তুত করতে হয় বলতে পারবেন;
- ডকুমেন্ট এডিটিং সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ

কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং এর কাজ করে যা তৈরি করা হয় তাকে ডকুমেন্ট বলে অর্থাৎ ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণই ওয়ার্ড প্রসেসিং এর মূল কাজ। এই কাজটি করতে হলে প্রথমেই ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামটি খুলতে হবে। ওয়ার্ড প্রসেসিং এর জন্য বিভিন্ন প্যাকেজ সফট্ওয়্যার পাওয়া যায়। যার মধ্যে মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড উল্লেখযোগ্য। কম্পিউটারের স্টার্ট বোতাম থেকে প্রোগ্রাম মেনুতে যেয়ে মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড নির্বাচন করলে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামটি খুলে যাবে। এক্ষেত্রে কম্পিউটারের মনিটরে একটি শূন্য পর্দা আসবে। এই শূন্য পর্দাটিই আসলে ডকুমেন্ট। প্রথম অবস্থায় এই ডকুমেন্টে কোন ডাটা বা তথ্য থাকবে না। এই ডকুমেন্টে ইচ্ছামতো কম্পিউটারের কী-বোর্ডের সাহায্যে টাইপ করা যায়। কোন ডকুমেন্টে কোন কিছু টাইপ করার পর তা সেভ বা সংরক্ষণ করতে হয় এবং পরবর্তীতে আবার ঐ সংরক্ষিত ডকুমেন্ট খুলে তাতে নতুন করে লেখা সংযোজন করা যায়। ডকুমেন্টে লেখার সময় অনেক ক্ষেত্রে ফন্ট পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। ফন্ট মেনুতে যেয়ে ইচ্ছামতো ফন্ট পরিবর্তন করে আমরা বিভিন্ন ডকুমেন্ট প্রস্তুত করতে পারি।

কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং এর কাজ করে যা তৈরি করা হয় তাকে ডকুমেন্ট বলে অর্থাৎ ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণই ওয়ার্ড প্রসেসিং এর মূল কাজ।

ডকুমেন্ট এডিটিং

টাইপ রাইটারে টাইপ করার সময় কোন ভুল হলে তা আর শুদ্ধ করা যায় না। কিন্তু কম্পিউটারে একবার ডাটা এন্ট্রির পর তাতে কোন ভুল হলে পরবর্তীতে তা শুদ্ধ করা যায়। তাছাড়াও ডকুমেন্টের বিভিন্ন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা যায়। এই ধরনের কাজ করাকে বলা হয় ডকুমেন্ট এডিটিং করা। এডিটিং-এর এ কাজটি কী-বোর্ড অথবা মাউসের সাহায্যে করা যেতে পারে। এডিটিং-এর ক্ষেত্রে কী-বোর্ডের ডিলিট ও ব্যাকস্পেস এ বোতাম দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিলিট বোতাম চাপলে কারসর যেখানে থাকে তার ডানে একটি অক্ষর মুছে যায় এবং ব্যাকস্পেস বোতাম চাপলে কারসরের বামের একটি অক্ষর মুছে যায়। অনেক সময় ডকুমেন্টের বিভিন্ন অংশ সিলেক্ট করার প্রয়োজন হয়। কোন অংশ সিলেক্ট অবস্থায় থাকলে তার উপর টাইপ করলে সে অংশটি মুছে যাবে এবং নতুন টাইপ করা অংশটি থেকে যাবে। এছাড়াও ডকুমেন্ট এডিটিং এর সময় ডকুমেন্টের বিভিন্ন অংশ কাট বা কপি করে অন্য অংশে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই কাজ মেনুর সাহায্যে অথবা কী-বোর্ডের সাহায্যে নির্দিষ্ট কমান্ড ব্যবহার করে করা যায়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং এর কাজ করে যা তৈরি হয় তাকে কি বলে-

ক. পেজ খ. ডকুমেন্ট

গ. লেখা ঘ. কলাম

২. মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড কোন ধরনের সফ্টওয়্যার

ক. ডাটাবেজ খ. স্প্রেডসিট

গ. ওয়ার্ড প্রসেসিং ঘ. কোনটিই নয়।

পাঠ ৩ ফাইল সংরক্ষণ ও খেলার প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ফাইল সংরক্ষণের প্রক্রিয়া লিখতে পারবেন;
- ফাইল খোলার প্রক্রিয়া লিখতে পারবেন।

ফাইল সংরক্ষণ

কোন ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামে কাজ করার জন্য প্রথমেই সেই ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামটি চালু করতে হয়। প্রোগ্রামটি চালু করা হলে মনিটরের স্ক্রীনে ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর একটি শূন্য পর্দা পাওয়া যাবে এবং এটি যে কোন কাজ করার উপযোগী অবস্থায় থাকবে। এই শুন্য পর্দাটি আসলে একটি ডকুমেন্ট। আমরা সাধারণত যে ওয়ার্ড প্রসেসিং সফট্ওয়্যার ব্যবহার করি তাহল মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড।এই প্রোগ্রামটি চালু করা হলে মনিটরের স্ক্রীনে ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর কাজ করার উপযোগী যে পর্দা আসে তার সবার ওপরে বাম কোনায় লেখা থাকে ডকুমেন্ট ১। বিভিন্ন কাজ করার পর ডকুমেন্টটি সংরক্ষণ করতে হয়। ডকুমেন্টটি সংরক্ষণ করা না হলে কম্পিউটার বন্ধ করার পর অথবা বিদ্যুৎ চলে গেলে পরবর্তীতে ঐ ডকুমেন্টটি আর পাওয়া যায় না। সাধারণত নিয়ম হল কোন কাজ শুরু করার কিছুক্ষণ পরেই ডকুমেন্টটি সংরক্ষণ করা।

সাধারণত কোন ডকুমেন্টে কাজ করার সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে অথবা কম্পিউটার বন্ধ করলে যদি ডকুমেন্টটি সংরক্ষণ করা না থাকে তবে পরবর্তীতে ঐ ডকুমেন্টটি পাওয়া যায় না। এজন্য কাজের শুরুতেই ডকুমেন্টটি সংরক্ষণ করে নিতে হয়।

ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করার জন্য ফাইল মেনুর সেভ অথবা সেভ এজ কমান্ড ব্যবহার করতে হয়।তাহলে যে ডায়লগ বক্স আসে তাতে ফাইল নেমে একটি নাম দিয়ে কোন ফোল্ডার বা ডিরেক্টরীতে ডকুমেন্টটি সংরক্ষণ করতে হয়।তাহলে ঐ নির্দিষ্ট নামে একটি ফাইল তৈরী হয়।এরপর কাজ করার মাঝে মাঝে সেভ কমান্ড দিলে কাজের সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত ফাইলটি সংরক্ষিত অবস্থায় থাকবে।

ফাইল খোলা

মনে করা যাক কোন একটি ডকুমেন্ট কাজ করার পর তা একটি নির্দিষ্ট নামে সংরক্ষণ করে একটি ফাইল তৈরী করে কম্পিউটার বন্ধ করে দেয়া হল। পরবর্তীতে ঐ ফাইলটিতে আবার নতুন কিছু কাজ ধরা দরকার এবং পূর্বে করা কাজের কিছু সম্পাদনা করা দরকার। তাহলে ঐ ফাইলটি খুলতে হবে। ফাইলটি খুলতে হলে প্রথমে কম্পিউটার অন করে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামটি খুলতে হবে, তাহলে একটি শূন্য পর্দা আসবে।এখানে ফাইল মেনুতে যেয়ে ওপেন কমান্ড ব্যবহার করলে একটি ডায়লগ বক্স আসবে। এখানে নির্দিষ্ট ফাইলের নাম দিয়ে এবং নির্দিষ্ট ডিরেক্টরী নির্বাচন করে ওকে করলে ঐ নামের ফাইলটি মনিটরের পর্যায় উন্মুক্ত হবে। এরপর এখানে যে কোন কাজ করা যাবে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করা হয় কোন কমান্ডের সাহায্যে

ক. ওপেন খ. সেভ

গ. ক্লোজ ঘ. নিউ

২. ফাইল খোলা হয় কোন কমান্ডের সাহায্যে-

ক. ওপেন খ. সেভ

গ. ক্লোজ ঘ. নিউ

পাঠ ৪ লেখা সাজানো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- লেখা কিভাবে সাজানো হয় তা লিখতে পারবেন,
- কলাম আকারে সাজানো হয় কিভাবে তা বর্ণনা করতে পারবেন,
- পৃষ্ঠা সজ্জা সম্পর্কে লিখতে পারবেন,
- লেখা কপি ও স্থানান্তরিত করা হয় কিভাবে লিখতে পারবেন।

লেখা সজানো

অক্ষরের আকার-আকৃতি বিন্যাস করা লেখা সাজানোর প্রথম কাজ। বিভিন্ন আকৃতির অক্ষর বিভিন্ন নামের ফন্ট হিসেবে পরিচিত। ইংরেজীতে নিউ টাইমস রোমান, এরিয়াল, মেরিগোল্ড, অপটিমা, জেনেভা ইত্যাদি অসংখ্য নামের ফন্ট আছে। বাংলাতে সুতন্তী, চন্দ্রাবতী, ধানসিড়ি, ময়না, পান্ডুলিপি, আনন্দপত্র ইত্যাদি লিপিমালা বা ফন্ট রয়েছে। লেখার এক অংশ থেকে অন্য অংশকে পৃথক করে বোঝানোর জন্য ভিন্ন আকৃতির অক্ষর ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন আকৃতির লিপিমালা ব্যবহার করা ছাড়াও লেখায় আরও পরিপূর্ণতা আনার জন্য প্রয়োজন হলে যে কোন অংশের লেখা মোটা করা যায়, ডানে হেলান যায়।

বিশেষ বর্ণের ব্যবহার

বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখিতে বিভিন্ন রকম সাংকেতিক বর্ণ ব্যবহার করতে হয়। যেমনঃ আলফা (α) গামা (γ), মিউ (μ) ইত্যাদি। মেকিনটোশ কম্পিউটারে কী-ক্যাপস, আইবিএম কম্পিউটারের উইন্ডোজ ক্যারেক্টার ম্যাপ এবং ডসে ক্যারেক্টার সেট-এ সব সাংকেতিক বর্ণ পাওয়া যায়।

কলাম আকারে সাজানো

সাধারণ লেখায় কলাম করা হয় না। লেখাগুলো বাম মার্জিন থেকে ডান মার্জিনের দিকে চলে যায়। কিন্তু পত্র-পত্রিকার লেখা কলাম আকারে সাজানো হয়। দৈনিক পত্রিকায় সাধারণত সর্বোচ্চ আট কলাম করা হয়।লেখা কলাম আকারে সাজানোর জন্য প্রথমে কলাম করে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

লেখার কাজ শেষ হওয়ার পর বানান সংশোধন এবং সম্পাদনার কাজ করতে হয়। এর পর দু'একটি কমান্ড ব্যবহার করে কলাম আকারে সাজিয়ে নিতে হয়।

পৃষ্ঠা সজ্জা

পৃষ্ঠা সজ্জা লেখালেখির অপরিহার্য কাজ। প্রতিটি পৃষ্ঠা সুন্দরভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করার জন্যই পৃষ্ঠা সজ্জার কাজ করতে হয়। পৃষ্ঠার চারদিকে বর্ডার দেয়া, কোন অংশে ছায়াপট-প্রদান করা, গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা বক্র করে পৃষ্ঠার মধ্যে ভিন্নভাবে বসিয়ে দেয়া, শিরোনাম প্রয়োজনবোধে গাঢ় করা, কালো স্ক্রীনের মধ্যে সাদা অক্ষর ব্যবহার করা ইত্যাদি নানা ভাবে পৃষ্ঠা সজ্জার কাজ করতে হয়।

লেখা কপি ও স্থানান্তরিত করা

কপি করার অর্থ হচ্ছে কোন বিষয় বা অংশকে হুবহু অন্য জায়গায় বসিয়ে দেয়া। ধরা যাক পঞ্চাশটি নিমন্ত্রণ পত্র টাইপ করতে হবে। পঞ্চাশবার টাইপ করলে সময় অনেক বেশী লাগবে এবং পরিশ্রম বেশী হবে। এজন্য একবার টাইপ করার পর ঐ পত্রটি কপি করে পঞ্চাশ বার বসিয়ে নিলেই হবে।

লেখা স্থানান্তরিত করা হচ্ছে এক স্থানের লেখা তুলে অন্য স্থানে বসানো। লেখা স্থানান্তরিত করলে যে স্থান থেকে লেখা তুলে নেয়া হয়, সে স্থানে আর লেখাটি বিদ্যমান থাকেনা। পক্ষান্তরে, কপি করে অন্যত্র বসানো বলে লেখাটি যেখান থেকে কপি করা হয় সেখানেও থাকে। কপি করা হচ্ছে ফপোকপির মতো। কিন্তু স্থানান্তর হচ্ছে মূল কপিটি কাউকে দিয়ে দেয়া।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সম্পাদনার দ্বিতীয় পর্যায়ে কোন কাজ করতে হয়?

ক. সংযোজন খ. বিয়োজন

গ. পরিমার্জন ঘ. সংশোধন

২. অক্ষরের আকৃতির বিন্যাস করা কিসের প্রথম কাজ?

ক. বর্ণ সাজানোর খ. শব্দ সাজানোর

গ. লেখা সাজানোর ঘ. বাক্য-সাজানোর

৩. কোনটি ইংরেজী নামের ফন্ট নয়?

ক. টাইমস খ. অপটিমা

গ. জেনেভা ঘ. বিজয়

৪. কোনটি বিজ্ঞানের সংকেতিক বর্ণ নয়?

ক. মিউ খ. বিটা

গ. আলফা ঘ. এম

৫. দৈনিক পত্রিকায় সাধারণত কত কলাম করা হয়?

ক. পাঁচ খ. সাত

গ. আট ঘ. নয়

পাঠ ৫ বাংলায় ওয়ার্ড প্রসেসিং

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় ওয়ার্ড প্রসেসিং সম্বন্ধে লিখতে পারবেন।

বাংলায় ওয়ার্ড প্রসেসিং

এ্যাপল কোম্পানির মেকিনটোশ কম্পিউটার তৈরীর আগে লেখালেখির কাজের জন্য কম্পিউটারে শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষাই ব্যবহার করা যেত। মেকিনটোশ কম্পিউটার এ সীমাবদ্ধতার দেয়াল ভেঙ্গে দেয়। পৃথিবীর সব ভাষাই কম্পিউটারে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এ্যাপল কোম্পানি তার মেকিনটোশ কম্পিউটারের মাধ্যমে। আমাদের দেশেও মেকিনটোশ কম্পিউটারের মাধ্যমেই বাংলায় লেখালেখি কাজ শুরু হয়।

আমাদের দেশে কম্পিউটারে বাংলায় কাজ করার জন্য বেশ কয়েকটি সফটওয়্যার রয়েছে। এর মধ্যে শহীদলিপি, বিজয়, বসুন্ধরা, লেখনী, প্রবর্তন, প্রশিকাশব্দ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।আই বি এম কম্পিউটারের ডস অপারেটিং সিস্টেমে বাংলায় কাজ করার জন্য আবহ, অনিবার্ণ, বর্ণ ইত্যাদি সফটওয়্যারগুলো বেশী ব্যবহৃত হয়। বিজয় সফটওয়্যারটি বহুল পরিচিতি। এর প্রধান কারণ এতে অনেকগুলো লিপিমালা বা ফন্ট এবং অত্যন্ত সহজ একটি কী-বোর্ড রয়েছে।

বাংলায় ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর জন্য সাধারণত মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড এই ওয়ার্ড প্রসেসিং সফট্ওয়্যার ব্যবহার করতে হয়। বাংলায় ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর জন্য বিশেষ কিছু নিয়ম কানুন মানতে হয়। প্রথমে নিশ্চিত হতে হয় যে, কম্পিউটার সিস্টেমে বাংলা সফ্টওয়্যারটি ইনস্টল করা আছে কিনা। এটি শুধু মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ডই নয় উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের অধীনে অন্যান্য সফ্টওয়্যারেও কাজ করে। বাংলা সফ্টওয়্যারটি ইনস্টল করা থাকলে বাংলায় লেখালেখির জন্য ওয়ার্ড প্রসেসিং সফ্টওয়্যারটি চালু করতে হবে। এরপর যেভাবে ইংরেজীতে ওয়ার্ড প্রসেসিং করা হয় সেভাবে বাংলায় ওয়ার্ড প্রসেসিং করতে হবে। এখানে দুইটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। একটি হল বাংলা ফন্ট কি কি নামে আছে তা জেনে নিয়ে বাংলা ফন্ট নির্বাচন করা এবং অপরটি হল কী-বোর্ড নির্বাচন করা। আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বাংলা কী-বোর্ড বিজয় ব্যবহার করার জন্য কী-বোর্ডের কন্ট্রোল, অল্টার এবং বি বোতাম তিনটি একই সংগে চাপতে হয়। তারপরও নিশ্চিত হতে হবে কী-বোর্ড নির্বাচন সঠিক হয়েছে কিনা। ধরুন ঐ তিনটি বোতাম চাপার পরে কী-বোর্ডের 'N' বোতাম চাপলে যদি বাংলায় 'স' টাইপ হয় তাহলে বুঝতে হবে কী-বোর্ড নির্বাচন সঠিক হয়েছে। এরপর বাংলাতে ইচ্ছামত লেখালেখি করা যাবে তবে কী-বোর্ডের কোন বোতামে কি অক্ষর আছে তা ভালভাবে জেনে নিতে হবে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলায় কাজ করার জন্য উল্লেখযোগ্য সফটওয়্যার কোনটি-

ক. বিজয় খ. সুতন্নী

গ. টাইমস ঘ. অপটিমা

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কম্পিউটারের কী-বোর্ডের ফাংশন কী কয়টি।
২. আমাদের দেশে প্রথম বাংলা লেখার প্রচলন শুরু করে কে- লিখুন।
৩. কম্পিউটারের পূর্বে লেখালেখির জন্য কোন ফন্ট ব্যবহার করা হত লিখুন।
৪. সফটওয়্যার কি? বিভিন্ন প্রকার সফটওয়্যারের নাম লিখুন।
৫. পত্রিকার কাজে সর্বোচ্চ কতটি কলাম তৈরী করা হয় লিখুন।
৬. ফন্ট কি লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ওয়ার্ড প্রসেসিং সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
২. কী বোর্ড এর বর্ণনা করুন।
৩. ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ ও এডিটিং সম্পর্কে লিখুন।
৪. লেখা সাজানো হয় কীভাবে ব্যাখ্যা করুন।
৫. বাংলা সফটওয়্যার সম্পর্কে লিখুন।

উত্তরমালা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ৫.১

১. খ ২.ক ৩.ক ৪.গ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ৫.২

১. খ ২.গ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ৫.৩

১. খ ২.ক

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ৫.৪

১. ঘ ২.গ ৩.খ ৪.ঘ ৫.গ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ৫.৫

১. ক